17 উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্ক ও নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থা
North-South Relations and New International Economic Order

উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্ক (North-South Relations)

অর্থনৈতিক দিক থেকে পৃথিবী এখন দুটি শিবিরে বিভক্ত—উন্নত ও উন্নয়নশীল। তবে দুটি শিবিরই আবার বহু উপশ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শিবিরের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের শিল্পোন্নত উচ্চ আয়সম্পন্ন দেশগুলি। তারাই সাধারণভাবে উত্তর (North) বলে পরিচিত। দ্বিতীয় শিবিরের মধ্যে রয়েছে নিম্ন ও মধ্য আয়সম্পন্ন এবং শিল্পের দিক থেকে অনুন্নত দেশসমূহ। তারা সাধারণত দক্ষিণ (South) নামে পরিচিত। উত্তরে বিশ্বের 25 শতাংশ জনগণ বাস করে ও সেখানে পৃথিবীর মোট উৎপাদিত দ্রব্যের 79 শতাংশ উৎপন্ন হয়। সেই তুলনায় দক্ষিণে 75 শতাংশ জনগণ বাস করে ও বিশ্বের মোট দ্রব্যের 21 শতাংশ উৎপন্ন হয়। সেই কারণে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা যায়।[1] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অর্থব্যবস্থা উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধি করেছে। দক্ষিণের বেশির ভাগ দেশই পূর্বতন উপনিবেশ ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জন্য দরিদ্র।

ক্রমে ক্রমে এইসব নতুন স্বাধীন ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল দেশগুলি অনুভব করল যে, প্রচলিত আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার মধ্যেই অসাম্যের কারণ নিহিত আছে এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। সেই কারণে দক্ষিণের দেশগুলি এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব পেশ করে। নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার (New International Economic Order) প্রস্তাবগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারসাধনের পক্ষপাতী।

1994 সালের বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্টে বিশ্বের সমস্ত দেশকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন—

(i) নিম্ন আয়সম্পন্ন দেশ,

(ii) মধ্য আয়সম্পন্ন ও নিম্নমধ্য আয়সম্পন্ন দেশ,

(iii) উচ্চ-মধ্য আয়সম্পন্ন ও

(iv) উচ্চ আয়সম্পন্ন দেশ।[2]

আফ্রিকা ও এশিয়ার 42টি দেশ নিম্ন আয়সম্পন্ন। 46টি দেশ মধ্য আয়সম্পন্ন, 21টি দেশ উচ্চ-মধ্য আয়সম্পন্ন ও 23টি দেশ উচ্চ আয়সম্পন্ন।

2005 সালের হিসেব[3] অনুযায়ী দেখা যায় যে বিশ্বের ধনী দেশগুলোর তুলনায় দরিদ্র দেশগুলোর জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু জাতীয় আয় অনেক কম।

1. World Development Report, 1994.
2. Ibid.
3. উৎস—গোল্ডস্টেন ও পেভহাউস, পৃ. 23

	জনসংখ্যা (মিলিয়ন ডলার)	মোট জাতীয় উৎপাদন (ট্রিলিয়ন ডলার)	মাথাপিছু আয় (ডলার)
উত্তর আমেরিকা	300	14	46,000
পশ্চিম ইউরোপ	400	13	32,500
জাপান-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা	200	6	26,000
রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ	400	4	7,000
দক্ষিণ চীন	1350	10	7,500
মধ্য প্রাচ্য	450	3	6,500
ল্যাটিন আমেরিকা	550	5	8,700
দক্ষিণ এশিয়া	2050	8	4,000
আফ্রিকা	700	2	2,800

এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু জাতীয় আয় যেখানে 46,000 মার্কিন ডলার, সেখানে দক্ষিণ এশিয়ায় মাথাপিছু জাতীয় আয় 4,000 মার্কিন ডলার ও আফ্রিকায় 2,800 মার্কিন ডলার। বিশ্বে ধনী দেশগুলোতে 20 শতাংশ জনগণ বাস করে। বিশ্বের মোট উৎপাদনের 57 শতাংশ তারা ভোগ করে। তাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় গড়ে 28,000 মার্কিন ডলার।

সেই তুলনায় দরিদ্র দেশগুলোতে 80 শতাংশ জনগণ বাস করে; তারা বিশ্বের মোট উৎপাদনের 43 শতাংশ ভোগ করে। তাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় গড়ে 5,500 মার্কিন ডলার।

- বিশ্বে দরিদ্র দেশগুলোতে প্রতি 6 জন শিশু পিছু 1 জন শিশু ক্ষুধার জ্বালায় মারা যায়।
- প্রতি 7 জন শিশু পিছু একজন চিকিৎসার সুযোগ পায়।
- প্রতি 5 জন শিশু পিছু একজন শুদ্ধ পানীয় জল পায়।

বিশ্বের দরিদ্র দেশে বসবাসকারী 75 শতাংশ জনগণের জন্যে 30 শতাংশ চিকিৎসক ও নার্স আছে।

বিশ্বে 6 জনের মধ্যে একজন নিরাপদ পানীয় জল পায় না, তাদের অধিকাংশের জন্য শৌচালয় নেই।

পৃথিবীর 6.6 বিলিয়ন জনসংখ্যা। তার মধ্যে 1 বিলিয়ন শুদ্ধ পানীয় জল পায় না। 2 বিলিয়নের জন্য শৌচালয় নেই। মোট জনগণের (6.6 মিলিয়ন) মধ্যে প্রতি 6 জন পিছু একজন নিম্নমানের বাসস্থানে দিন কাটায়।

বিশ্বের 820 মিলিয়ন জনগণ অপুষ্টিতে ভুগছে। অর্থাৎ বিশ্বের মোট জনগণের প্রতি 4 জন পিছু একজন অপুষ্টিতে ভুগছে।

অপুষ্টিতে আক্রান্ত জনগণ

দক্ষিণ এশিয়া	360 Million	ল্যাটিন আমেরিকা	50 Million
চীন	150 Million	মধ্য প্রাচ্য	40 Million
আফ্রিকা	210 Million	রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ	25 Million

দরিদ্র উন্নয়নশীল বিশ্বে নারীদের দুর্গতি আরও বেশি। বিশ্বের অপুষ্টিতে আক্রান্ত মানুষের 80% মহিলা। এশিয়াতে শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার মেয়েদের মধ্যে অনেক কম।

দক্ষিণের দরিদ্র দেশগুলো মনে করে যে প্রচলিত আন্তর্জাতিক অর্থকাঠামো তাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করছে। তারা আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে ও এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার দাবি পেশ করেছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- 1994 সালের বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্টে কয়েকটি ধনী ও বহুসংখ্যক দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। দরিদ্র দেশগুলি নিম্ন মাথাপিছু আয়, উচ্চ শিশুমৃত্যুর হার, ব্যাপক নিরক্ষরতা ও অন্তর্কাঠামোমূলক সুবিধার অভাবে জর্জরিত।
- দরিদ্র দেশগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যগত অসুবিধা ও বৈদেশিক ঋণের চাপে জর্জরিত।
- বিগত চার দশকে বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দরিদ্র দেশগুলি অনুভব করেছে যে প্রচলিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামো তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূল নয়, তাই তারা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ও নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার দাবি পেশ করেছে।

নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার দাবি—ঐতিহাসিক পটভূমিকা (Demand for New International Economic Order–Historical Background)

1950-এর দশকে উন্নয়নের মূল সমস্যাগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দশকের অনেক গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয় যে, বিশ্বের উন্নত দেশের সঙ্গে দরিদ্র দেশগুলির যে বাণিজ্য চলছে তা অসাম্যভিত্তিক ও তার ফলে দরিদ্র দেশগুলির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র দেশগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতার সমস্যায় জর্জরিত। তারা উন্নয়নের সমস্যাকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে আগ্রহী। ক্রমশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্য দিয়ে উন্নয়নমূলক বিষয়ে দরিদ্র দেশগুলি তাদের মতামত প্রকাশ ও প্রচার শুরু করল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির সামনেও আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যের সমস্যা উপস্থাপিত হল। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক বিশ্বের উন্নয়ন সমস্যা বিষয়ে কিছুটা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। তার ফলে ধনী দেশগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্রেটন উড্স সংস্থাগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠানগুলির মতবিরোধ দেখা দিল।

জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি বিশ্ব উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলির রাজনৈতিক রূপদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 1960-এর দশকে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত হার প্রবর্তনের দাবি জানায়। আংক্ট্যাড (UNCTAD) প্রতিষ্ঠার পর বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি ধনী দেশগুলির সঙ্গে দরকষাকষির ব্যাপারে যৌথ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য Group of 77 স্থাপন করেছিল। 1970 এর দশকে বিতর্কের লক্ষ্য বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর স্থানান্তরিত হল। দক্ষিণের দরিদ্র দেশগুলি অভিযোগ করল যে, GATT-এর নিয়মগুলি তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। ঐ দেশগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিশ্ব অর্থ ও সম্পদ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের দাবী উত্থাপন করেছিল। অ্যাংক্ট্যাড ও জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনগুলিতেও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য বার বার দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল।

1970-এর দশকে বিশ্ব অর্থনীতি কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়। 1971 সালে ডলারের convertibility বন্ধ করা হলে আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা (Monetary System) দুর্বল হয়ে পড়ে। 1973 সালে যুদ্ধোত্তর কালের বিনিময় হার পরিচালন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। তার ফলে ব্রেটন উড্স ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। উন্নত দেশগুলিকে একই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি, বেকার সমস্যা ও লেনদেন ব্যালান্সের সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। 1973 সালে তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ঐ সব দেশে উন্নয়নের হার মন্থর হয়ে পড়ে। ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলিতে সংরক্ষণমূলক নীতি গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলি লেনদেন ব্যালান্সের ঘাটতি ও ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দরিদ্র দেশগুলি বার বার বিশ্ব উন্নয়নমূলক বিষয়ে আলোচনা ও উন্নত দেশগুলির নিকট থেকে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাতে থাকে। অ্যাংক্ট্যাডের জেনিভা (1964), নতুন দিল্লী (1968), সান্টিয়াগো (1972), নাইরোবি (1976), ম্যানিলা সম্মেলনগুলির মধ্য দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির সংস্কারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি পেশ করা হয়। কতকগুলি সমস্যা বিষয়ে উত্তরের ধনী দেশগুলি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। ঐ সব দেশ 1968 সাল থেকে ধীরে ধীরে Generalised System of Preferences প্রবর্তনে সম্মত হয়। ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি (EEC) আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান ও প্যাসিফিক দেশগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় লোম (Lome) চুক্তি স্বাক্ষর করে। টোকিও রাউন্ডের মধ্য দিয়ে বহুমুখী বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়। কমিটি অফ টোয়েন্টি (Committee of Twenty) আন্তর্জাতিক অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে

আলোচনা শুরু করে। বিশ্বব্যাঙ্ক উন্নয়নমূলক ঋণদান সম্পর্কে কিছুটা কম রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিষয়ে আচরণবিধি প্রণয়নের জন্য আলোচনা শুরু হয়। আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিশেষজ্ঞদল প্রযুক্তি হস্তান্তর (Transfer of Technology) বিষয়ে আচরণবিধি প্রণয়নের জন্য আলোচনা শুরু করে। সঙ্কোচনমূলক বাণিজ্য নীতি সম্বন্ধে আচরণবিধি প্রণয়নের জন্যও আলোচনা শুরু হয়।

1970-এর দশকে ঘটনাবলী দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। 1973 সালে জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এক নতুন কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ষষ্ঠ ও সপ্তম বিশেষ অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব আরও বিশদভাবে আলোচিত হয়। 1974 সালে সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশনে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কার্যসূচি বিষয়ে একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ঐ ঘোষণাপত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তার স্থায়ী সার্বভৌমিকতার দাবিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ঘোষণাপত্রের সঙ্গে যুক্ত কার্যসূচিতে কাঁচামাল, কৃষিজাত পণ্য, আন্তর্জাতিক অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা, উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থান, শিল্পোন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, বহুজাতিক কর্পোরেশন ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়।

পরবর্তী কালে 1975 সালে সপ্তম বিশেষ অধিবেশনে বহু বিষয়ে জরুরী আলোচনা হয়। বিশেষ অধিবেশনের আলোচনার ফলাফল একটি প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রস্তাবটি 'উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা' নামে প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবে নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখ করা হয় :

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।
- উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রকৃত সম্পদের হস্তান্তর ও আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার (Monetary System) সংস্কার।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা।
- শিল্পোন্নয়ন।
- খাদ্য ও কৃষি।
- উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা।
- রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার পুনর্বিন্যাস।

1974 সালের নভেম্বরে সাধারণ সভার 29-তম অধিবেশনে অর্থনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত চার্টার (Charter of Economic Rights and Duties of States) গৃহীত হয়। ঐ চার্টারে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্রের অধিকার ও কর্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। ঐ চার্টারের মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের অতীত সাফল্য, বর্তমান কার্যাবলি ও ভবিষ্যৎ আশা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথমে পরিকল্পনা ছিল যে, চার্টারকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক আইন হিসাবে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবের মর্যাদা দান করা হয়। চার্টারের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয় যে তার মূল উদ্দেশ্য হল ন্যায় সার্বভৌম সাম্য, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সাধারণ স্বার্থ ও সকল রাষ্ট্রের সহযোগিতার ভিত্তিতে এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। প্রস্তাবনার সঙ্গে কয়েকটি অধ্যায় চার্টারে সংযোজিত করা হয়, যেমন—রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কিত অধ্যায়, আন্তর্জাতিক সমাজের সাধারণ দায়িত্ব ও চূড়ান্ত নিয়মাবলি সম্পর্কিত অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তিগত বিদেশী বিনিয়োগ, প্রযুক্তির হস্তান্তর, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংগঠন, পূর্ব-পশ্চিম আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও বিদেশী সাহায্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সনদের 22 নং ধারায় বলা হয়, "all states should respond to the generally recognised or mutually agreed development needs and objectives of developing countries by promoting increased in-flows of real resources to the developing countries from all sources."

সাধারণ সভার সপ্তম অধিবেশনের পর যে সব ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও ঘটনা লক্ষ্য করা যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রয়োজনীয় সংস্কার সহজে আসবে না ও তৃতীয় বিশ্বের নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রয়োজন। পরবর্তী কালে প্যারিস আলোচনার মধ্য দিয়ে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বিশ্ব অর্থব্যবস্থা ও সম্পদ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়। প্যারিস আলোচনার মধ্য দিয়ে (1) একটি কমন ফান্ড প্রতিষ্ঠা বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও (2) ধনী দেশগুলি দরিদ্র দেশগুলিকে 1 বিলিয়ন ডলার সাহায্য দান করতে প্রতিশ্রুতি দেয়।

নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি বিষয়ে আলোচনার জন্য উইলি ব্রান্ড-এর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। 1977 সালের ডিসেম্বরে কমিশনের কাজ আরম্ভ হয় ও 1980 সালের ফেব্রুয়ারিতে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে Group of 77-এর সুপারিশ ও উন্নয়নশীল দেশের প্রস্তাবগুলি অনুমোদিত হয়। রিপোর্টে একটি কমন ফান্ড প্রতিষ্ঠার দাবি সমর্থিত হয় ও আন্তর্জাতিক শক্তি (Energy) সমস্যা সমাধানের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করা হয়। কমিটি বহুজাতীয় সংস্থা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে আন্তর্জাতিক আচরণবিধি প্রণয়নের দাবি সমর্থন করে। বহুজাতীয় সংস্থা বিষয়ে জাতীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়। ঐ সব আচরণবিধির (codes of conduct) সঙ্গে সঙ্গে কর নীতি বিষয়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, শুল্ক ও অন্যান্য বিষয়ে বহুজাতীয় সংস্থাগুলিকে সুবিধা দানের ব্যাপারে অতিথি উন্নয়নশীল দেশগুলির নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রিপোর্টে আন্তর্জাতিক অর্থসংক্রান্ত সংস্কার বিষয়ে র‍্যাডিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের পরিচালন ও সিদ্ধান্ত নির্ণায়কারী পদ্ধতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকতর অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কমিটি আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার সংস্কার, SDR ও সাহায্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থার স্থিতিকরণ ও দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলিকে স্বল্প সুদে ঋণদানের মাধ্যমে এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিল। রিপোর্টে উন্নয়নমূলক ঋণদান ব্যবস্থার কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য একটি বিশ্ব উন্নয়ন তহবিল গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়। রিপোর্টে 25টি প্রধান উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের একটি শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য হ্রাসের জন্য একটি সুসম্বদ্ধ নীতি গ্রহণের জন্যও আবেদন জানান হয়।

1979 সালে সাধারণ সভা নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার লক্ষ্যগুলি অর্জন করার জন্য এক নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের আহ্বান জানায়। কিন্তু পশ্চিমী দেশগুলি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জার্মানি সাধারণ সভার একাদশতম বিশেষ অধিবেশনে ও 35-তম সাধারণ অধিবেশনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাঠামোর মধ্যে কাঁচামাল, শক্তি (Energy), শিল্প, বাণিজ্য উন্নয়ন ও অর্থসংক্রান্ত সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনার প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। 1981 সালের অক্টোবরে কানকুনে সহযোগিতা ও উন্নয়ন বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক শীর্ষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের 8টি শিল্পোন্নত ও 14 টি উন্নয়নশীল দেশ ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। সেই কানকুন সম্মেলনের দুটি মুখ্য আলোচনার বিষয় ছিল—

1. রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু।
2. সরকারি উন্নয়নমূলক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি।

কানকুন আলোচনার মধ্য দিয়ে উন্নয়নশীল দেশের সপক্ষে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। 1982 সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউ দিল্লীতে দক্ষিণ-দক্ষিণ (South-South) সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সম্মেলন বিশ্ব অর্থনৈতিক সহযোগিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সপ্তম জোট-নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে অর্থনৈতিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সমাজের জরুরী অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির বিষয়ে, যেমন—উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির হার, ব্যাপক বেকার সমস্যা, সুদের উচ্চ হার, বিনিময় হারের পরিবর্তন, ঋণগ্রস্ততা, উন্নয়নশীল দেশগুলির ঋণ শোধের অসুবিধা ও ক্রমবর্ধমান সংরক্ষণমূলক নীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সম্মেলনে ঐ সব বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক আলোচনার জন্য আহ্বান জানান হয়।

1983 সালের ষষ্ঠ অ্যাংক্‌ট্যাড সম্মেলনে ঋণ সমস্যা বিষয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলি সাধারণ ঋণ মকুবের জন্য দাবি জানায়। কিন্তু ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলি প্রতিটি দেশের ঋণসমস্যা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনার পক্ষপাতী ছিল। ঋণ সমস্যা বিষয়ে সম্মেলনে মতৈক্য স্থাপন সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার 38-তম বিশেষ অধিবেশনে জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি আন্তর্জাতিক শান্তি ও ঐক্যের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সুবিধাজনক শর্তে অধিক ঋণদানের জন্য সুপারিশ করেন। ফ্রান্সের মিঃ মিতারো স্বীকার করেন যে, পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি। তিনি বিশ্বের অর্থসংক্রান্ত সমস্যা বিষয়ে সকল দেশের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন আলোচনার জন্য আহ্বান জানান।

সপ্তম জোট-নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্কার বিষয়ে দুটি পর্যায়ভুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়। প্রথমে বিশ্বের অর্থ, সম্পদ, বাণিজ্য, কাঁচামাল, খাদ্য ও শক্তি বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। পরে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্কার বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবির উদ্ভবের কারণসমূহ
(Factors that led to demand for New International Economic Order)

- বিশ্বের কয়েকটি উন্নত ধনী ও বহুসংখ্যক দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বিশ্ব সম্পদের অসম বণ্টন উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। সেই কারণে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলি ধনী (উত্তর) ও দরিদ্র (দক্ষিণ) দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেছে।
- বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসম বাণিজ্য শর্ত, বিপুল ঋণের বোঝা, তেল আমদানিজনিত ব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে দরিদ্র দেশগুলির অর্থনৈতিক দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্র দেশগুলি তাদের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নিরুপায় ভাবে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার দাবি উত্থাপন করেছে।
- ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক পারস্পরিক নির্ভরশীল পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলি ধনী দেশগুলির উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। দরিদ্র দেশগুলি ধনী দেশগুলির উপর মূলধন উন্নত প্রযুক্তি রপ্তানি বাজারের জন্য নির্ভরশীল। ধনী দেশগুলি বিশ্বের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে সুকৌশলে ব্যবহার করে তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রেখেছে। দরিদ্র দেশগুলি আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত নিরূপণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রান্তিক ভূমিকা পালন করেছে। ক্রমে ক্রমে সেই কারণে দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অসন্তোষ ঘনীভূত হয়েছে ও তারা নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সপক্ষে সমর্থন অর্জন করেছে।
- সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর দরিদ্র নতুন রাষ্ট্রগুলি নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার হয়েছে। এই নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেছে।
- বিশ্বের ধনী দেশগুলি বিশ্বের সম্পদের একতরফা শোষণ চালাচ্ছে। দরিদ্র দেশগুলি ঐ ধরনের একতরফা শোষণ বন্ধ করে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থাকে ন্যায় ও সাম্যের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার দাবি উত্থাপন করেছে।
- বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি দরিদ্র দেশগুলির অর্থনীতি ও উৎপাদন পদ্ধতির উপর অবাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার করেছে। দরিদ্র দেশগুলি বহুজাতিক সংস্থাসমূহের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার দাবি উত্থাপন করেছে।
- ব্রেটন উডস ব্যবস্থা বলে পরিচিত প্রচলিত আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলি প্রতিফলিত হয়েছে বিশ্বের অর্থসংকটের মধ্য দিয়ে। দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলি আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি দূর করে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার দাবি উত্থাপন করেছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- ❑ বিভিন্ন কারণে বিশ্বের দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার দাবি উত্থাপন করেছে, যেমন— বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণ ও বিশ্বের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে ব্রেটন উডস ব্যবস্থার ব্যর্থতা।
- ❑ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে উন্নয়ন বিষয়ে তাদের দাবিগুলিকে বিশ্বজনসমক্ষে পেশ করেছে।
- ❑ জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলি বিশ্বের অর্থকাঠামোর বৈষম্যমূলক প্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- ❑ 1974 সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভা নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে একটি ঘোষণাপত্র ও কার্যসূচি গ্রহণ করেছে।
- ❑ উইলি ব্রান্ডের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিশন বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির অর্থনৈতিক দাবিগুলি ও নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব যুক্তিসংগত বলে স্বীকার করেছে।

নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ সংক্রান্ত প্রস্তাব
(Proposals of New International Economic Order)

1970-এর দশক থেকেই নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার প্রস্তাব কয়েকটি সমস্যাকে চিহ্নিত করে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংস্কারসাধনের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে।

- আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার কার্যসূচিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। গ্যাটের (GATT) নিয়মবিধির দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা গ্যাটের নিয়মবিধি সংস্কারের সুপারিশ করেছে, সেই সঙ্গে পণ্যদ্রব্য বিষয়ে সুসংবদ্ধ কার্যসূচি গ্রহণ, কমন ফান্ড প্রতিষ্ঠা, ক্ষতিপূরণমূলক অর্থসংস্থানের সুবিধা (Compensatory Financing Facility) ও উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়েও সুপারিশ পেশ করেছে।
- নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার (Monetary System) সংস্কারের জন্য সুপারিশ করেছে। প্রচলিত অর্থব্যবস্থা বিশ্বের অর্থ সংক্রান্ত সমস্যা (monetary crisis) সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণে বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থে অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থার সংস্কারসাধন প্রয়োজন ও তার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়নমূলক কার্যের প্রসারসাধন হবে।
- নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত (NIEO) প্রস্তাব আন্তর্জাতিক Financial System-এর সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিগত দশ বছরে উন্নয়নশীল দেশগুলি বহু অর্থসংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। রপ্তানিকৃত আয় হ্রাস, ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা ও ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব তাদের অর্থ সংক্রান্ত সমস্যা বৃদ্ধি করেছে। NIEO একাধিক প্রস্তাবের মাধ্যমে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সুবিধাজনক শর্তে সাহায্য ও ঋণভারে জর্জরিত নিম্ন আয়সম্পন্ন দেশগুলিকে ঋণসংক্রান্ত সুবিধা দানের প্রস্তাব করেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন (IFC) ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA) ও আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলিতে অধিক সম্পদ প্রেরণের জন্য সুপারিশ করেছে।
- নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা (NIEO) উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির উপর বহুজাতীয় সংস্থাগুলির ক্ষতিকারক প্রভাব হ্রাসের জন্য বহুজাতীয় সংস্থাগুলি বিষয়ে একটি আচরণবিধি (A Code on Conduct of Multinational Corporation) প্রণয়নের সুপারিশ করেছে।
- NIEO উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের গুরুত্ব স্বীকার করেছে। প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক আচরণবিধি (A Code of Conduct on International Transfer of Technology) প্রণয়নের জন্যও সুপারিশ করেছে যাতে তার মাধ্যমে উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রযুক্তি রপ্তানিজনিত কুফল প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।
- NIEO উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে যৌথ আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব পেশ করেছে। ব্যাপক অর্থে ঐ প্রস্তাবের লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য, সম্পদ, শিল্প ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক সহযোগিতা গড়ে তোলা।
- NIEO বিশ্বের খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিসম্পদ বৃদ্ধির জন্য কার্যসূচি গ্রহণ করে বিশ্বের শক্তি (Energy) সম্পদের সমস্যার সমাধানের জন্য সুপারিশ করেছে।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করেছে। যেমন—

- ❑ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সংস্কার।
- ❑ আন্তর্জাতিক Monetary সংস্কার।
- ❑ আন্তর্জাতিক Financial সংস্কার।
- ❑ বহুজাতিক সংস্থা বিষয়ে আচরণবিধি প্রণয়ন।

- ❑ প্রযুক্তিগত বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন।
- ❑ দরিদ্র দেশগুলিতে মূলধন হস্তান্তর।
- ❑ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি।
- ❑ জ্বালানি সমস্যার সমাধানের জন্য যথাযথ নীতি গ্রহণ।
- ❑ দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রসারণ।

নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা রূপায়ণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি (Progress Achieved in Respect of Implementation of NIEO)

নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা রূপায়ণের ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারা অত্যন্ত হতাশাজনক।

- ◆ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে GATT, (1994) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ঐসব চুক্তির বহু ধারাই দরিদ্র দেশগুলির দিক থেকে বৈষম্যমূলক এবং তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থসাধনের পক্ষে অনুকূল নয়।
  বিশ্বের ধনী দেশগুলি নানারকম সংরক্ষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করছে এবং তার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলির শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারিত হচ্ছে না।
- ◆ বিশ্বের মুদ্রা ও অর্থব্যবস্থার (Monetary System) ক্ষেত্রেও কোন অগ্রগতি হয়নি। ঐ ব্যবস্থা এখনও অস্থায়ী বিধি ও ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।
- ◆ আন্তর্জাতিক Financial ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কোন গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন হয়নি।
- ◆ বস্তুতপক্ষে ধনী দেশগুলি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা বিষয়ে তাদের নিজস্ব বক্তব্য পেশ করেছে। ঐ বক্তব্যে বাজারের প্রাধান্য, দ্রব্য ও সেবার অবাধ চলাচল ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির অবাধ কাজকর্মের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।[4] কিন্তু অনেক ধনী উন্নত দেশে অর্থনৈতিক বদ্ধঅবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। তারা দরিদ্র দেশগুলির রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার নিয়ন্ত্রণের জন্য সঙ্কোচনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যদিও মুখে দ্রব্য ও সেবার অবাধ চলাচলের নীতি সমর্থন করছে।[5] ধনী দেশগুলি বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বিষয়ে বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করে তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী। কিন্তু দরিদ্র দেশগুলি ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, কারণ ঐ ধরনের চুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তীব্রভাবে ক্ষুণ্ণ করবে।

  বর্তমানে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংঘবদ্ধতার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[6] বিশ্ব বাণিজ্যের 60 শতাংশই এখন ঐ সব আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এইভাবে বিশ্ব-বাণিজ্যের উদারীকরণ ও আঞ্চলিক বিশ্ব বাণিজ্যের ধারা পাশাপাশি চলছে।
- ◆ দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ধারা বিশেষ সম্প্রসারিত হয়নি। তার জন্য কতকগুলি বিশেষ কারণ বর্তমান—রাজনৈতিক বিরোধ, সংকীর্ণ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, অপর্যাপ্ত অন্তর্কাঠামোমূলক সুযোগ-সুবিধা ও শুল্কের উচ্চ হার ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক।

  অনেক অর্থনীতিবিদের মতে পূর্বতন উত্তর-দক্ষিণ মডেল বর্তমানে অচল। কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে ও তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গতি রয়েছে। জাপান anti-dumping শুল্ক বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সমর্থন করেছে। অনেক ধনী উন্নয়নশীল দেশ দরিদ্র দেশগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে এক তালিকাভুক্ত হতে ইচ্ছুক নয়। তারা মনে করে তাদের সাধারণ অর্থনৈতিক স্বার্থ উত্তর-দক্ষিণ বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে UNCTAD-এর উচিত একটি সহযোগিতামূলক মডেল প্রবর্তন করা।
- ◆ সাম্প্রতিক কালে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা প্রসারিত হয়েছে উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলো নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক আদান-প্রদান বৃদ্ধির জন্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

4. Foreign Service Institute, *Indian Foreign Policy*, op. cit., p. 128.
5. Ibid, p. 217.
6. Ibid, p. 218.

অনেক উন্নয়নশীল দেশ বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনে যোগ দিয়েছে, ল্যাটিন আমেরিকাতে ল্যাটিন আমেরিকান মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (LAFTA) ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রসারিত করছে। আফ্রিকার ঐক্য সংস্থা (Organization of African Unity) আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক আদান-প্রদান বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানিকারী দেশগুলো OPEC গঠন করে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ASEAN বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা প্রসারের জন্য তৎপর হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে মূলধন বিনিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে।

—চীন আফ্রিকাতে বিনিয়োগ করেছে।

—ভারত মোজাম্বিকে মূলধন বিনিয়োগ করেছে।

—ব্রাজিল মোজাম্বিকে বিনিয়োগ করেছে।

দক্ষিণ-দক্ষিণ বাণিজ্য বাৎসরিক দশ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে।

বহু দরিদ্রতম দেশ ঋণভারে জর্জরিত। সম্প্রতি (2005 সালে) group of 7 বিশ্বের 37 টি অতি দরিদ্র দেশের বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে গৃহীত ঋণ মকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঐ সব দেশে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

100 বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (2005)। তার 3/4 অংশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেওয়া হবে। 1/4 অংশ বহুপাক্ষিক সংগঠনের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। মূলত UNDP, UNIDO, UNITAR, UNICEF ও UNESCO প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে 1/4 অংশ সাহায্য দেওয়া হবে।

◆ দরিদ্র দেশগুলোর দাবি মেনে নিয়ে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন বিশ্বের মূলধন বাজার সংগঠিত করার জন্য আবেদন জানিয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য নীতি সংক্রান্ত আলোচনা অসমাপ্ত রয়েছে। ভারত ঐ আলোচনা পুনরায় শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংস্থার সংস্কারের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এক হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বিশ্ব বাণিজ্য নীতি আলোচনার সময় কতকগুলো বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন :

— কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে Tariff ও Non-tariff সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ কমাতে হবে।
— সেবাগত বাণিজ্য বিষয়ে সাধারণ নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন।
— Trade-related aspect of Intellectual Property Rights-এর বিষয়ে নতুন নিয়ম তৈরী করতে হবে।
— Trade-related Investment Measures বিষয়ে বৈষম্যহীন ব্যবস্থা নিতে হবে।
— Dumping নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ নিয়ম তৈরী করতে হবে।
— Counter Vailing Duty Measures বিষয়ে যথাযথ নিয়ম তৈরী করা প্রয়োজন।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation)

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি রূপায়ণের প্রধান সংস্থা।

কার্যাবলী

বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার প্রধান কার্যাবলী হল :

- ❑ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি পরিচালনা।
- ❑ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে সব আলোচনা বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।
- ❑ মন্ত্রীপরিষদের অধিবেশনে (Ministerial Conference of WTO) গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি রূপায়ণের জন্য বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা সাহায্য করবে।
- ❑ বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা বিবাদ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধি ও পদ্ধতিগুলি বলবৎ করার ব্যবস্থা করবে।
- ❑ বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনার ব্যবস্থা করবে।
- ❑ বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবে।

সাংগঠনিক কাঠামো

- মন্ত্রী পরিষদের অধিবেশন (Ministerial conference)। সকল সদস্য নিয়ে গঠিত। এটি বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার কার্যকরী বিভাগ।
- সাধারণ পরিষদ (General Council)—মন্ত্রী পরিষদের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময়ে এটি কার্য পরিচালনা করে। সাধারণ পরিষদের অধীনে তিনটি কার্যকর পরিষদ আছে—

দ্রব্য বিষয়ে বাণিজ্য পরিষদ, সেবা বিষয়ে বাণিজ্য পরিষদ, বৌদ্ধিক সম্পদের অধিকার বিষয়ে বাণিজ্য সম্পর্কিত পরিষদ। ঐ তিনটি পরিষদ অধীনস্থ সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে :

1. বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি।
2. বাণিজ্যগত ভারসাম্য (Balance of Payment) নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কমিটি।
3. বাজেট, অর্থ ও প্রকাশন বিষয়ে কমিটি।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে একটি সচিবালয় ও একজন অধিকর্তা (Director-General) আছে। ঐ অধিকর্তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাজেট প্রস্তুত করেন।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আইনগত ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

এই সংস্থার সিদ্ধান্ত সকলের সম্মতি অনুসারে গৃহীত হয়। তবে মতবিরোধ দেখা দিলে ভোটের ব্যবস্থা আছে।

বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার মূল সদস্যগণ হলেন—1947 সালের গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগণ ও ইউরোপীয়ান কমিউনিটি।

কোন রাষ্ট্র বা শুল্ক এলাকা (Customs Territory)—এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে। যে কোন সদস্যরাষ্ট্র এই চুক্তির সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারে।

বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা দুটি নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে—স্বচ্ছতা (Transparency) ও বৈষম্যহীনতা।

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা (South-South Cooperation)

বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার, ধনী দেশগুলো বিশ্বের বৈষম্যমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থার (Financial System) মধ্য দিয়ে শোষণ চালায়। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন যত প্রসারিত হচ্ছে ততই ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলো শোষণের এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে। তারা যদি নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যগত আদান-প্রদান, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আদান-প্রদান বাড়াতে পারে তবে অনেকটা সমস্যার সমাধান হবে। তার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলো দক্ষিণ (The South) বলে পরিচিত। তাদের মধ্যে সহযোগিতা দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা (South-South Cooperation) বলে পরিচিত।

1970-এর দশকে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলো যখন বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (International Economic Order) সংস্কারের জন্য নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার কর্মসূচী পেশ করেছিল তখন ঐ কর্মসূচীর মধ্যে একটা প্রস্তাব ছিল দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্ধি।

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার মূল কর্মসূচী হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পরস্পরের সুবিধাজনক শর্তে প্রযুক্তি ও সেবার আদান-প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার মূল লক্ষ্য হল দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ প্রসারিত করে ঐ সব দেশকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করা।

ভারতে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 1980-এর দশকে দক্ষিণ-দক্ষিণ সম্মেলন আহ্বান করে দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রসারের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

2000 সালের এপ্রিলে group of 77 (উন্নয়নশীল দেশগুলোর এক অর্থনৈতিক সংগঠন) হাভানায় এক সম্মেলন আহ্বান করে। ঐ সম্মেলনে 2003 সালের Marrakesh Declaration ও Marrakesh Framework রচনার প্রস্তুতি দেওয়া হল। এই বিষয়গুলো হল—

প্রযুক্তি হস্তান্তর
দক্ষতার বিকাশ
সাক্ষরতার প্রসার
বাণিজ্যগত বাধা অপসারণ
পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরাসরি বিনিয়োগ
তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন
HIV/AIDS প্রতিরোধের জন্য সাহায্য-ঋণ মকুব।
পরিবেশ-সহায়ক পর্যটনের প্রসার
Sustainable অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

2003 সালের ডিসেম্বরে সাধারণ সভা একটি প্রস্তাব নিয়ে (58/220) 19 শে ডিসেম্বরকে রাষ্ট্রসংঘ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার দিন বলে ঘোষণা করেছে। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা তহবিল স্থাপন করা হয়েছে। 2005 সালে ঐ তহবিল থেকে 3.5 million ডলার সুনামি-বিধ্বস্ত দেশগুলোকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

▲ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক ধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

—চীন আফ্রিকায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন ও পরিকাঠামো গঠনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

—ভারত মোজাম্বিকে কৃষিখামারমূলক উৎপাদনে এবং পশ্চিম এশিয়াতে জৈব-জ্বালানি উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করেছে।

ভারতের সঙ্গে চীন, ভিয়েতনামের, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান অনেক বেড়ে গেছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে কয়লাশিল্পে যৌথভাবে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ও মধ্যপ্রাচ্যের ইরান, সৌদি আরবের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

—ব্রাজিল মোজাম্বিকে জৈব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রকল্পে অংশ নিয়েছে। ব্রাজিলের সঙ্গে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ কয়েকগুণ বেড়েছে।

—ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা দারিদ্র্য দূরীকরণ ও sustainable উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রকল্পে অংশ নেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

▲ বর্তমানে আঞ্চলিক সংগঠনগুলো দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা প্রসারে সাহায্য করছে।

—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ASEAN উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে।

—ওপেক (OPEC) মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর বাণিজ্যিক নীতির মধ্যে সমন্বয় করছে।

—আফ্রিকাতে OAU আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণের কার্যসূচী নিয়েছে।

—ল্যাটিন আমেরিকার বহু আঞ্চলিক সংস্থা সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে।

—ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা প্রসারের জন্য SAARC স্থাপনে উৎসাহী ছিল, তবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মতবিরোধের জন্য SAARC-এর লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়নি।

তবুও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমশঃই প্রসারিত হচ্ছে। দক্ষিণের অনেক দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছে। এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।